অন্ত্য-লীলা

একাদশ পরিচ্ছেদ

নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুম্।
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ॥ ১

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
জয়াদ্বৈতপ্রিয় নিত্যানন্দপ্রিয় জয়॥ ১

জয় শ্রীনিবাসেশ্বর হরিদাসনাথ।
জয় গদাধরপ্রিয় স্বরূপপ্রাণনাথ॥ ২

জয় কাশীপ্রিয় জগদানন্দপ্রাণেশ্বর।
জয় রূপ-সনাতন-রঘুনাথেশ্বর॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তং সুপ্রসিদ্ধং তৎপ্রভুং হরিদাসপ্রভুং সংস্থিতাং মৃতাং স্বাঙ্কে স্বস্য ক্রোড়ে। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অন্ত্যলীলার একাদশ-পরিচ্ছেদে শ্রীলহরিদাস-ঠাকুরের নির্য্যাণ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। তং (সেই) হরিদাসং (শ্রীলহরিদাস-ঠাকুরকে) নমামি (নমস্কার করি); তৎপ্রভুং (তাঁহার—শ্রীহরিদাসের—প্রভু) তং (সেই) চৈতন্যং চ (শ্রীচৈতন্য-দেবকেও) [নমামি] (নমস্কার করি), যঃ (যিনি—যে শ্রীচৈতন্যদেব) সংস্থিতাম্ অপি (মৃত হইলেও) যন্মূর্ত্তিং (যে হরিদাসের দেহকে) স্বাঙ্কে (স্বীয় অঙ্কে—ক্রোড়ে) কৃত্বা (করিয়া—স্থাপন করিয়া) ননর্ত্ত (নৃত্য করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। যাঁহার মৃতদেহকেও স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই হরিদাস-ঠাকুরকে আমি প্রণাম করি, এবং তাঁহার প্রভু সেই শ্রীচৈতন্যদেবকেও প্রণাম করি। ১

শ্রীলহরিদাস-ঠাকুরের নির্য্যাণের পরে ভক্তবৎসল শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার দেহকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন; (এই পরিচ্ছেদে তাহা বর্ণিত হইবে)। গ্রন্থকার এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদের বর্ণনীয় বিষয়ের ইঙ্গিত দিলেন।

২। **শ্রীনিবাসেশ্বর**—শ্রীনিবাস (শ্রীবাস) পণ্ডিতের ঈশ্বর (প্রভু) শ্রীমন্মহাপ্রভু। প্রভুর প্রতি শ্রীবাসপণ্ডিতের ঐকান্তিকী-নিষ্ঠা, নির্ভরতা এবং প্রীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই প্রভুকে শ্রীনিবাসেশ্বর বলা হইয়াছে। **হরিদাস-নাথ**—হরিদাস ঠাকুরের নাথ (ঈশ্বর, প্রভু)। প্রভুর প্রতি শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের প্রীতির আধিক্য বিবেচনা করিয়াই প্রভুকে হরিদাস-নাথ বলা হইয়াছে। প্রভুর প্রতি হরিদাসের প্রীতির একটী বৈশিষ্ট্যের কথাই এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে। **গদাধরপ্রিয়**—গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামীর প্রিয় (প্রভু)। **স্বরূপ-প্রাণনাথ**—স্বরূপদামোদরের প্রাণ-প্রিয় (প্রভু)।

৩। **কাশীশ্বর-প্রিয়**—কাশীশ্বরের প্রিয় (প্রভু)। **জগদানন্দ-প্রাণেশ্বর**—জগদানন্দ-পণ্ডিতের প্রাণেশ্বর (প্রভু)।

জয় গৌরদেহ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
কৃপা করি দেহ প্রভু! নিজপদ দান॥ ৪
জয় নিত্যানন্দ জয় চৈতন্যের প্রাণ।
তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ দান॥ ৫
জয়জয়াদ্বৈতচন্দ্র চৈতন্যের আর্য্য।
স্বচরণে ভক্তি দেহ জয়াদ্বৈতাচার্য্য॥ ৬
জয় গৌরভক্তগণ—গৌর যার প্রাণ।
সব ভক্ত মিলি মোরে ভক্তি দেহ দান॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রূপ-সনাতন-রঘুনাথেশ্বর—রূপগোস্বামীর, সনাতন-গোস্বামীর এবং রঘুনাথ-গোস্বামীর ঈশ্বর (প্রভু)।

৪। **গৌরদেহ কৃষ্ণ** স্বয়ং ভগবান্—যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গৌরদেহ ধারণ করিয়া (গৌরাঙ্গী শ্রীরাধার গৌর-অঙ্গ-দ্বারা স্বীয় নবঘন-শ্যাম তনুর গৌরত্ব বিধান করিয়া শ্রীনবদ্বীপে) প্রকট হইয়াছেন। এই পয়ারে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপতত্ত্ব বলা হইল। গৌর স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণই, অপর কেহ নহেন; শ্রীরাধার ভাব-কান্তিতে তাঁহার দেহ গৌরবর্ণ হইয়াছে মাত্র—রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধার মিলিত বপুই শ্রীগৌর।

নিজ পদ দান—আপন শ্রীচরণ-সেবা দান।

৫। **চৈতন্যের প্রাণ**—শ্রীনিতাইচাঁদকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাণ বলা হইল, শ্রীনিতাইচাঁদের প্রতি শ্রীগৌরের প্রীতির আধিক্যবশতঃ।

এই পয়ারে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দেহ এবং শ্রীনিতাইচাঁদকে তাঁহার প্রাণ বলা হইয়াছে; ইহার ধ্বনি বোধ হয় এই যে, প্রাণহীন দেহের পোষণ যেমন পণ্ডশ্রম মাত্র, তদ্রূপ শ্রীনিতাইচাঁদকে বাদ দিয়া শ্রীগৌরের ভজনও রসের হিসাবে নিরর্থক। আসন-বসন-শয্যা-ভূষণাদি সেবার যত রকম উপকরণ আছে, তৎসমস্তই শ্রীনিতাই—শ্রীভগবৎ-সেবার উপকরণরূপে শ্রীনিতাইচাঁদই আত্মপ্রকট করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীনিতাইচাঁদকে বাদ দিয়া শ্রীগৌরের সেবার প্রয়াস, কন্যাব্যতীত বিবাহোদ্যোগের মতনই হাস্যাস্পদ। সেবার উপকরণ ব্যতীত সেবা হইতে পারে না। তাই শ্রীল ঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন, "হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পেতে নাই"—শ্রীনিতাইএর কৃপা ব্যতীত শ্রীরাধাকৃষ্ণকে পাওয়া তো যায়ই না; নিতাই কৃপা করিয়া রাধাকৃষ্ণকে দিয়া যদি তিনি নিজে দূরে সরিয়া পড়েন, তাহা হইলে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে পাওয়া গেলেও গ্রহণ করিবে না—করা সঙ্গত হইবে না—কারণ, পাইয়া কি করিবে? নিতাই দূরে সরিয়া গেলে সেবার উপকরণ তো পাওয়া যাইবে না; আর সেবার উপকরণ পাওয়া না গেলে, সেবা করিতেও পারিবে না; সেবাই যদি করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে রাধাকৃষ্ণ পাইয়া কি হইবে? আবার, মূল-ভক্তিতত্ত্বস্বরূপ শ্রীসঙ্কর্ষণ-বলদেবই শ্রীনিতাইরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং শ্রীনিতাইয়ের কৃপাব্যতীত শ্রীশ্রী-রাধাকৃষ্ণের এবং রাইকান্ত-মিলিত-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণ-প্রাপ্তিও হইতে পারে না। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রার্থনা করিতেছেন—"তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ দান—হে নিতাইচাঁদ! কৃপা করিয়া তোমার চরণকমলে ভক্তি দাও; তোমার কৃপায় তোমার চরণে ভক্তি জন্মিলেই শ্রীগৌরকে পাওয়া যাইতে পারে, অন্যথা তাহা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব।"

৬। **চৈতন্যের আর্য্য**—শ্রীচৈতন্য যাঁহাকে আর্য্য (গুরু) বলিয়া মনে করেন। শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্র শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র-পুরী গোস্বামীর শিষ্য বলিয়া—সুতরাং শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর গুরু-ভাই বলিয়া—শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাতে গুরুবুদ্ধি করিতেন।

এই পয়ারের ধ্বনি বোধ হয় এইরূপ:—"হে অদ্বৈতচন্দ্র! শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখন তোমাতে গুরুবুদ্ধি করেন, তখন তোমার চরণে ভক্তি জন্মিলেই শ্রীগৌরের কৃপা লাভ করিতে পারিব। তাই, হে প্রভো! যাহাতে তোমার চরণে ভক্তি লাভ করিতে পারি, কৃপা করিয়া তাহাই কর।"

৭। গৌরের কৃপা যে গৌর-ভক্তের কৃপাসাপেক্ষ এবং গৌরভক্তের কৃপা ব্যতীত কেহই যে গৌর-লীলা বর্ণন করিতে সমর্থ নহে, ইহাই এই পয়ারের ধ্বনি।

জয় রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ।
রঘুনাথ, গোপাল—জয় ছয় মোর নাথ ॥ ৮
এ সব-প্রসাদে লিখি চৈতন্য-লীলা-গুণ।
যৈছে তৈছে লিখি করি আপন পাবন ॥ ৯
এই মত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস।
সঙ্গের ভক্তগণ লৈয়া কীর্ত্তন-বিলাস ॥ ১০
দিনে নৃত্য কীর্ত্তন ঈশ্বর-দরশন।
রাত্র্যে রায়-স্বরূপ-সনে রস-আস্বাদন ॥ ১১
এই মত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায়।
কৃষ্ণের বিরহ-বিকার অঙ্গে না আমায় ॥ ১২
দিনে দিনে বাঢ়ে বিকার রাত্র্যে অতিশয়।
চিন্তা-উদ্বেগ-প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে হয় ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮। **জীব**—শ্রীজীব গোস্বামী। **রঘুনাথ**—রঘুনাথ ভট্ট। **রঘুনাথ**—রঘুনাথ দাস। **গোপাল**—গোপাল ভট্ট। **ছয় মোর নাথ**—এই ছয় গোস্বামী আমার (কবিরাজ-গোস্বামীর) শিক্ষাগুরু বলিয়া আমার প্রভু।

৯। **এ সব প্রসাদ**—শ্রীগৌরের কৃপায়, শ্রীনিতাইএর কৃপায়, শ্রীঅদ্বৈতের কৃপায়, শ্রীগৌরভক্তের কৃপায় এবং শ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামিবর্গের কৃপায়। ইঁহাদের কৃপা ব্যতীত কেহই গৌর-লীলা বর্ণনে সমর্থ নহে—ইহাই এই বাক্যের মর্ম্ম। **চৈতন্য-লীলাগুণ**—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর লীলা ও মাহাত্ম্য। **করি আপন পাবন**—নিজেকে পবিত্র করি; আত্মশোধন করি।

১০। **এইমত**—পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত প্রকারে।

১১। **ঈশ্বর দর্শন**—শ্রীজগন্নাথ দর্শন। **রায়-স্বরূপ-সনে**—রায়-রামানন্দ ও স্বরূপ-দামোদরের সহিত। **রস-আস্বাদন**—ব্রজলীলা-রসের আস্বাদন।

রায়-রামানন্দ ও স্বরূপ-দামোদরের মত পরম-রসিক ভক্ত মহাপ্রভুর পার্ষদদের মধ্যে আর কেহই ছিলেন না; তাই প্রভুর অনেক পার্ষদ থাকিলেও কেবল এই দুইজনের সঙ্গেই তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ-লীলা-রহস্যের আস্বাদন করিতেন।

আবার, রায়-রামানন্দ ব্রজের বিশাখা-সখী এবং স্বরূপ-দামোদর ব্রজের ললিতা-সখী। কৃষ্ণবিরহে নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলে শ্রীরাধিকা যেমন প্রাণ-প্রিয়তমা সখী ললিতা-বিশাখার নিকটেই নিজের মনোবেদনা ব্যক্ত করিতেন এবং ললিতা-বিশাখাই যেমন সেই সময়ে শ্রীরাধিকার কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা-বিধানের চেষ্টা করিতেন, তদ্রূপ, কৃষ্ণ-বিরহ-স্ফুরণে রাধাভাবে বিভাবিত-চিত্ত শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যখন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন, তখন রায়-স্বরূপের কণ্ঠ ধরিয়াই কাতর-প্রাণে প্রভু নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করিতেন, তাঁহারাও ভাবানুকূল শ্লোকাদি শুনাইয়া প্রভুর চিত্তের সান্ত্বনা বিধানের চেষ্টা করিতেন।

১২। **বিরহ-বিকার**—বিরহ-জনিত চিত্ত-বিকার, দিব্যোন্মাদাদি-ভাব এবং তদুচিত অষ্টসাত্ত্বিকাদি। **না আমায়**—ধরে না। "সামায়"-পাঠান্তর আছে। অর্থ একই। **অঙ্গে না আমায়**—জলপূর্ণ কলসীতে আবার জল ঢালিয়া দিলে সেই অতিরিক্ত জল যেমন কলসীতে ধরে না বলিয়া উছলিয়া পড়িয়া যায়, তদ্রূপ কৃষ্ণ-বিরহে প্রভুর চিত্তে যে সমস্ত ভাবের স্ফুরণ হইত, তাহাদের সংখ্যা এত বেশী যে, প্রভুর দেহে যেন আর তাহাদের স্থান হইত না; তাহাদের শক্তিও এত বেশী ছিল যে, প্রভুর দেহ যেন তাহাদের প্রভাবে বিমর্দ্দিত হইয়া যাইত—মদমত্ত গজরাজের দলনে ইক্ষুবনের যে অবস্থা হয়, ভাবের পীড়নে প্রভুর দেহেরও প্রায় তদ্রূপ অবস্থা হইত। "মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন, গজযুদ্ধে বনের দলন। ২।২।৫৩॥"

১৩। **দিনে দিনে বাঢ়ে বিকার**—কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত প্রভুর চিত্তবিকার প্রতিদিনই পূর্ব্বদিন অপেক্ষা বর্দ্ধিত হইত। **রাত্র্যে অতিশয়**—দিবা অপেক্ষা রাত্রিতেই বিরহ-বিকার অধিকতর বর্দ্ধিত হইত। ইহার হেতু বোধ হয় এই :—প্রথমতঃ, দিবাভাগে নানা লোকের সঙ্গে প্রভু হয়তো একটু আনমনা থাকিতেন; কৃষ্ণ-বিরহের

স্বরূপ গোসাঞি আর রামানন্দ রায়।
রাত্র্যে দিনে করে দুঁহে প্রভুর সহায়॥ ১৪
একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া।
হরিদাসে দিতে গেল আনন্দিত হৈয়া॥ ১৫
দেখে—হরিদাস ঠাকুর করি আছে শয়ন।
মন্দমন্দ করিতেছে সংখ্যাসঙ্কীর্ত্তন॥ ১৬
গোবিন্দ কহে—উঠি আসি করহ ভোজন।
হরিদাস কহে—আজি করিব লঙ্ঘন॥ ১৭
সংখ্যাসঙ্কীর্ত্তন নাহি পূরে কেমতে খাইব।
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ, কেমনে উপেক্ষিব॥ ১৮
এত বলি মহাপ্রসাদ করিল বন্দন।
এক রঞ্চ লঞা তার করিল ভক্ষণ॥ ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্মৃতি কিঞ্চিৎ অন্তর্হিত হইত; কিন্তু রাত্রিকালে অপর লোকের সঙ্গ না থাকায় বিরহের স্মৃতি প্রবল বেগে মনে উদিত হইত। দ্বিতীয়তঃ, নিশার সমাগমে রাধাভাবে ভাবিত প্রভুর চিত্তে হয়তো নিকুঞ্জাভিসারাদির কথা উদ্দীপিত হইত এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে তাঁহার বিরহের ব্যথা প্রভুর চিত্তকে বিমর্দ্দিত করিত। **চিন্তা**—২।৮।১৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **উদ্বেগ**—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহাদিতে মনের চঞ্চলতার নাম উদ্বেগ; উদ্বেগে দীর্ঘ-নিশ্বাস-ত্যাগ, চপলতা, স্তব্ধতা, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। "উদ্বেগো মনসঃ কম্পস্তত্র নিশ্বাসচাপলে। স্তম্ভশ্চিন্তাশ্রু-বৈবর্ণ্য-স্বেদাদয় উদীরিতাঃ॥ উঃ নীঃ পূঃ রাঃ ১৩॥" **প্রলাপ**—ব্যর্থ আলাপকে প্রলাপ বলে। "ব্যর্থালাপঃ প্রলাপঃ স্যাৎ। উঃ নীঃ উঃ ভাঃ ৮৭॥" **প্রলাপাদি**-শব্দের অন্তর্গত আদি-শব্দে কৃষ্ণ-বিরহজনিত অন্যান্য বিকারের কথা বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধার যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, রাধা-ভাবে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুরও সেই সকল অবস্থা হইয়াছিল।

১৪। **প্রভুর সহায়**—প্রভুর মনোগত ভাবের অনুকূল শ্লোক বা কীর্ত্তন-পদাদি দ্বারা তাঁহার ভাব-পুষ্টির সহায়তা করিতেন, অথবা কৃষ্ণ-বিরহে প্রভু অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলে তাঁহার সান্ত্বনাদি দিতেন।

১৬। **মন্দ মন্দ**—আস্তে আস্তে, মৃদু মৃদু।

সংখ্যা-সঙ্কীর্ত্তন—সংখ্যা রাখিয়া হরিনাম-কীর্ত্তন। হরিদাস-ঠাকুর প্রত্যহ তিনলক্ষ হরিনাম করিতেন, সেই দিন ঐ তিনলক্ষ নাম পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তিনি আস্তে আস্তে নাম-কীর্ত্তন করিতেছিলেন।

১৭। **লঙ্ঘন**—উপবাস।

১৮। হরিদাস বলিলেন-"গোবিন্দ! প্রতিদিন যে পরিমাণ নাম করার আমার নিয়ম আছে, আজ এখন পর্য্যন্ত আমার সেই পরিমাণ নাম করা হয় নাই; সুতরাং কিরূপে আমি এখন ভোজন করিতে পারি? কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা না হইতে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির নিমিত্ত কিরূপে আহার করি? অথচ তুমি মহাপ্রসাদ লইয়া আসিয়াছ, তাহাই বা গ্রহণ না করিয়া কিরূপে উপেক্ষা করিব?" **কেমতে**—কিরূপে? **উপেক্ষিব**—মহাপ্রসাদ প্রাপ্তি-মাত্রেই গ্রহণ করা সঙ্গত; এইরূপই শাস্ত্রের আদেশ; তাহা করিতে না পারিলেই মহাপ্রসাদে উপেক্ষা প্রদর্শিত হয়। ৩।৬।২৩৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৯। **করিল বন্দন**—দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। **এক রঞ্চ**—কণিকামাত্র মহাপ্রসাদ।

শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের এই আচরণে সাধকদিগের বিশেষ একটী শিক্ষার বিষয় আছে। প্রথমতঃ, হরিদাসের নাম-সংখ্যা পূর্ণ হয় নাই বলিয়া তিনি মহাপ্রসাদ উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও আহার করিলেন না। ইহাতে সাধকের প্রতি উপদেশ এই যে, নিজের নিয়মিত ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল মাত্র উদর-ভরণের নিমিত্ত আহার করা সঙ্গত নহে; এইরূপ করিলে ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির দিকেই মন ঝুঁকিয়া পড়িতে পারে, ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানে ক্রমশঃ শিথিলতা জন্মিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, মহাপ্রসাদ উপস্থিত হইলেও তখন যদি তাহা গ্রহণ না করা যায়, তাহা হইলে মহাপ্রসাদের নিকট অপরাধ হইতে পারে; তাই হরিদাসঠাকুর স্তুতি-বিনয়-সহকারে

আর দিন মহাপ্রভু তাঁর ঠাঞি আইলা।
'সুস্থ হও হরিদাস ?' তাঁহারে পুছিলা ॥ ২০
নমস্কার করি তেঁহো কৈল নিবেদন—।
'শরীর সুস্থ হয় মোর, অসুস্থ বুদ্ধি মন' ॥ ২১

প্রভু কহে—কোন্ ব্যাধি কহ ত নির্ণয় ?।
তেঁহো কহে—সংখ্যাসঙ্কীর্ত্তন না পূরয় ॥ ২২
প্রভু কহে—বৃদ্ধ হৈলা সংখ্যা অল্প কর।
সিদ্ধদেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেনে ধর ? ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মহাপ্রসাদকে দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করিলেন এবং এক কণিকামাত্র গ্রহণ করিয়া মহাপ্রসাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন, উদর পূরণ করিয়া আহার করিলেন না। ইহাতে তাঁহার দুই দিকই রক্ষিত হইল—নিজের ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানে নিষ্ঠাও রক্ষিত হইল, মহাপ্রসাদের মর্য্যাদাও রক্ষিত হইল। ইহাও সাধকের শিক্ষণীয় বিষয়। ব্রতোপবাসের দিনেও যদি কেহ সাক্ষাতে মহাপ্রসাদ আনিয়া উপস্থিত করেন, তাহা হইলেও উভয়দিক রক্ষা করা চলে। দণ্ডবৎ-প্রণামাদি দ্বারাই সেই দিন মহাপ্রসাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে, কিন্তু এক কণিকাও আহার করিবে না, এক কণিকা আহার করিলেও ব্রত ভঙ্গ হইবে ; সেই দিন প্রসাদ ধরিয়া রাখিবে, পরের দিন গ্রহণ করিবে। হরিবাসরাদি ব্রতোপবাস-দিনে উপস্থিত মহাপ্রসাদের এক কণিকাও গ্রহণ না করিলে মহাপ্রসাদের নিকটে অপরাধ হইবে না ; কারণ, ব্রতদিনে মহাপ্রসাদ গ্রহণ না করা শাস্ত্রেরই বিধি। মহাপ্রসাদ প্রাপ্তি মাত্রেই গ্রহণের বিধি বটে ; কিন্তু হরিবাসরাদি ব্রত-দিন ব্যতীত অন্য দিনের নিমিত্তই এই বিধি—ব্রতদিনের বিধি ইহা নহে ; মহাপ্রসাদ গ্রহণ না করাই ব্রতদিনের বিধি।

২০। **আর দিন**—যে দিন হরিদাস এক রঞ্চ মাত্র প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তার পরের দিন। **তাঁর ঠাঞি**—হরিদাসের নিকটে। **সুস্থ হও**—তোমার শরীর ভাল আছে তো ?

২১। **অসুস্থ বুদ্ধি মন**—আমার বুদ্ধি এবং মন অসুস্থ। বুদ্ধি এবং মন যখন শ্রীকৃষ্ণ-চরণে উন্মুখ থাকে, তখনই তাহাদের সুস্থাবস্থা; এই অবস্থায় যথাবস্থিত দেহের সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্যই থাকে না। আর বুদ্ধি এবং মন যখন দেহের সুখ-দুঃখ খুঁজিয়াই বেড়ায়, তখনই বুঝিতে হইবে, তাহারা অসুস্থ। ইহাই প্রাকৃত জীবের অবস্থা। হরিদাস-ঠাকুর কিন্তু প্রাকৃত জীব নহেন ; তিনি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর পরিকরভুক্ত। তথাপি জীবের শিক্ষার নিমিত্ত শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রেরণাতেই তাঁহার দেহে অসুস্থতা প্রকটিত হইয়াছিল ; এই অসুস্থতাও তাঁহার ভজনের বিঘ্ন ঘটাইতে পারিত না ; কারণ, তাঁহার ন্যায় ভগবৎ-পরিকরের দেহানুসন্ধানই থাকিতে পারে না ; তথাপি জীব-শিক্ষার নিমিত্ত শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রেরণাতেই, অসুস্থতার উপলক্ষ্যে তিনি তাঁহার নাম-সংখ্যা পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইলেন। তাই দৈন্য করিয়া তিনি বলিলেন, তাঁহার বুদ্ধি-মন অসুস্থ। কারণ, বুদ্ধি-মন সুস্থ থাকিলে, দেহের অসুস্থতা সত্ত্বেও ভজনের বিঘ্ন হইত না।

২২। **কোন্ ব্যাধি**—কোন্ রোগ ? বুদ্ধি এবং মনের কি অসুস্থতা ?

সংখ্যা-কীর্ত্তন না পূরয়—হরিদাস বলিলেন,—"প্রভু, আমার নাম-সংখ্যা পূর্ণ হইতেছে না, ইহাই আমার ব্যাধি—ইহাই আমার বুদ্ধি ও মনের ব্যাধির পরিচায়ক।"

এই পয়ারের ধ্বনি বোধ হয় এই যে, ব্যাধি হইলে লোকের যেরূপ কষ্ট হয়, নাম-সংখ্যা পূর্ণ করিতে না পারায় হরিদাসের মনেও তদ্রূপ কষ্ট হইয়াছিল।

২৩। এই কয় পয়ারে প্রভু ও হরিদাস পরস্পরের মহিমা খ্যাপন করিতেছেন।

বৃদ্ধ হৈলা ইত্যাদি—হরিদাস-ঠাকুর যখন জানাইলেন, তাঁহার জপ-সংখ্যা পূর্ণ হইতেছে না, তখন প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—"হরিদাস ! সমস্ত জীবন ভরিয়াই তো প্রত্যহ তিনলক্ষ হরিনাম জপ করিয়াছ ; এখন তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, এখন আর প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম জপ করার প্রয়োজন কি ? নাম-সংখ্যা কিছু কমাইয়া দাও ; তুমি সিদ্ধ ভক্ত,

লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার ॥ ২৪
এবে অল্প সংখ্যা করি কর সঙ্কীর্ত্তন।
হরিদাস কহে—শুন মোর সত্য নিবেদন—॥ ২৫

হীনজাতিতে জন্ম মোর, নিন্দ্য কলেবর।
হীনকর্ম্মে রত মুঞি অধম পামর ॥ ২৬
অস্পৃশ্য অদৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলা।
রৌরব হৈতে কাঢ়ি মোরে বৈকুণ্ঠে চঢ়াইলা ॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তোমার সাধনের কোনও প্রয়োজনই নাই; তথাপি লোক-শিক্ষার নিমিত্তই এতদিন সাধন করিয়াছ; এই বৃদ্ধ বয়সে একটু কমাইয়া দাও।”

এস্থলে একটী বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বৃদ্ধ হইলেই যে কোনও সাধক নিজের ভজনের পরিমাণ ইচ্ছাপূর্ব্বক কমাইয়া দিবেন, এইরূপই এই পয়ারে প্রভুর আদেশ বলিয়া কেহ যেন ভ্রমে পতিত না হয়েন। সাধনের প্রয়োজন—সিদ্ধ হওয়ার নিমিত্ত। হরিদাস সিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর, সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানে তাঁহার কোনও প্রয়োজনই নাই—তাঁহার সাধন কেবল লোক-শিক্ষার নিমিত্ত। সাধনে তাঁহার আদৌ প্রয়োজন নাই বলিয়াই নামসংখ্যা কিছু কমাইবার নিমিত্ত প্রভু তাঁহাকে বলিলেন। প্রাকৃত জীব কখনও সিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর নহেন; সুতরাং সকল সময়েই তাঁহার সাধনের প্রয়োজন আছে। নিতান্ত অশক্ত হইলেও ইচ্ছাপূর্ব্বক ভজনাঙ্গকে ত্যাগ করিবে না। অশক্তাবস্থাতেও যদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানে কাহারও বলবতী উৎকণ্ঠা থাকে, শক্তিতে যতটুকু কুলায়, ততটুকু অনুষ্ঠান করে এবং যাহা করিতে পারে না, তজ্জন্য বিশেষরূপে আক্ষেপ করে, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

২৪। সিদ্ধদেহ হইয়াও, সুতরাং সাধনের প্রয়োজন না থাকিলেও, শ্রীল হরিদাস-ঠাকুর কেন নাম-জপাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, তাহা এই পয়ারে বলা হইতেছে।

“হরিদাস! তুমি সাধারণ মানুষ নও; তুমি সিদ্ধদেহ, ভগবৎ-পরিকর; তোমার জন্ম-মৃত্যু সম্ভব নহে; কেবল মায়াবদ্ধ জীবকে হরিনাম গ্রহণ করাইয়া তাঁহাদের উদ্ধারের নিমিত্তই তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ। নিজে শ্রীহরিনাম জপ করিয়া জগতে নামের মহিমা যথেষ্টরূপেই প্রচার করিয়াছ; যে জন্য তোমার অবতার, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে; এখন নাম-সংখ্যা কমাইয়া দিলেও ক্ষতি নাই।”

২৬। প্রভুর মুখে নিজের প্রশংসা-বাক্য শুনিয়া হরিদাস এই কয় পয়ারে নিজের দৈন্য প্রকাশ করিতেছেন। প্রভু বলিয়াছিলেন, হরিদাস সিদ্ধদেহ ভগবৎ-পার্ষদ; কেবল জীব-নিস্তারের নিমিত্তই তাঁহার অবতার। এ কথার উত্তরেই হরিদাস বলিলেন—“প্রভু, আমি সিদ্ধদেহ ভগবৎ-পার্ষদ নহি; আমি সাধারণ জীব; সাধারণ জীবের মতনই আমার জন্ম হইয়াছে—তাহাও আবার নিতান্ত হেয় যবনকুলে। আমার দেহও সিদ্ধ নহে, বরং নিতান্ত নিন্দনীয়। লোক-নিস্তারের নিমিত্ত আমার অবতার সম্ভব নহে; আমি পামর, নিতান্ত অধম এবং আমি সর্ব্বদাই হীন কার্য্যে রত থাকি, আমা-দ্বারা নামের মহিমা কিরূপে প্রচারিত হইবে?” ৩।৩।৯১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৭। **অস্পৃশ্য**—স্পর্শের অযোগ্য; যাহাকে ছোঁয়া যায় না। **অদৃশ্য**—দর্শনের অযোগ্য; যাহাকে দেখাও অন্যায়। **রৌরব**—এক রকমের নরক। **কাঢ়ি**—তুলিয়া লইয়া। **বৈকুণ্ঠে চঢ়াইলা**—নরকে বৈকুণ্ঠে যেরূপ পার্থক্য, আমার (হরিদাসের) পূর্ব্বাবস্থায় এবং তোমার (প্রভুর) কৃপা-লব্ধ বর্ত্তমান অবস্থায়ও সেইরূপ পার্থক্য। **অথবা,** আমি যে অবস্থায় ছিলাম, তাহাতেই যদি থাকিতাম, তাহা হইলে আমার নরক-গমন অনিবার্য্য হইত; কিন্তু তুমি কৃপা করিয়া এই অধমকে তোমার চরণে স্থান দেওয়াতে আমার নরক-ভয় দূরীভূত হইয়াছে, এখন আমার বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি নিশ্চিত।

স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও স্বেচ্ছাময়।
জগৎ নাচাহ যৈছে যারে ইচ্ছা হয়॥ ২৮
অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া।
বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইলুঁ ম্লেচ্ছ হইয়া॥ ২৯
এক বাঞ্ছা হয় মোর বহুদিন হৈতে।
'লীলা সম্বরিবে তুমি' মোর লয় চিত্তে॥ ৩০
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা॥ ৩১
হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমলচরণ।
নয়ানে দেখিমু তোমার চান্দবদন॥ ৩২
জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার কৃষ্ণচৈতন্য-নাম।
এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িমু পরাণ॥ ৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৮। কোন্ গুণে শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাসকে রৌরব হইতে উঠাইয়া বৈকুণ্ঠে চড়াইলেন, এইরূপ প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়াই বোধ হয় হরিদাস আবার বলিলেন—"প্রভু, আমার কোনও গুণ দেখিয়াই যে তুমি আমাকে বৈকুণ্ঠে চড়াইয়াছ, তাহা নহে। আমি হীন কর্ম্মেই রত ছিলাম; তথাপি যে তুমি আমাকে কৃপা করিয়াছ, তাহা কেবল তোমার ইচ্ছাতেই। তুমি স্বেচ্ছাময়, যখন তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তখনই তুমি তাহা করিতে পার; তুমি স্বতন্ত্র; তুমি, যাহা ইচ্ছা করিতে পার, তজ্জন্য কাহারও নিকট তোমার কোনও রূপ কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। তোমার ইচ্ছামতই তুমি সমস্ত জগৎকে নাচাইতেছ; আমাকে তোমার ইচ্ছার বশেই কৃপা করিয়াছ, আমার কোনও কৃতিত্ব দেখিয়া কৃপা কর নাই।"

২৯। **প্রসাদ করিয়া**—কৃপা করিয়া। **বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র**—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পিতৃশ্রাদ্ধ-দিনে হরিদাস ঠাকুরকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তিনি শ্রাদ্ধপাত্র দিয়াছিলেন। **খাইলুঁ**—খাইলাম। **ম্লেচ্ছ হইয়া**—ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধপাত্র ব্রাহ্মণকেই দেওয়া হয়; কিন্তু আমি ম্লেচ্ছ হইয়াও তোমার কৃপায় ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধপাত্র খাইলাম। ৩।১০।৪২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩০-৩১। **একবাঞ্ছা** ইত্যাদি—প্রভু, বহুদিন হইতে আমার মনে একটা বাসনা জন্মিতেছে। বাসনাটী এই। আমার মনে হইতেছে, তুমি শীঘ্রই লীলা-সম্বরণ করিবে (অপ্রকট হইবে); কিন্তু প্রভু, তোমার লীলা-সম্বরণ যেন আমাকে দেখিতে না হয়, যেন তোমার লীলা-সম্বরণের পূর্ব্বেই আমার দেহপাত হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা। আর, হৃদয়ে তোমার চরণ-কমল ধারণ করিয়া, চক্ষুতে তোমার বদন-চন্দ্র দর্শন করিতে করিতে এবং মুখে তোমার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতেই যেন আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়—ইহাই আমার বাসনা।

সেই লীলা—লীলা-সম্বরণরূপ-লীলা; অপ্রাকট্য, তিরোভাব। **আপনার আগে**—তোমার লীলা-সম্বরণের পূর্ব্বে। **শরীর পাড়িবা**—দেহপাত করাইবা।

৩২। কিরূপ অবস্থায় দেহপাত করিবার বাসনা, তাহা এই পয়ারে ও পরবর্ত্তী পয়ারে বলিতেছেন।

৩৩। **কৃষ্ণচৈতন্য-নাম**—স্বীয় অন্তর্ধান-কালে হরিদাস-ঠাকুর প্রভুর অন্যান্য নাম উচ্চারণ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম উচ্চারণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; ইহাতে মনে হয়, এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামেই তাঁহার সমধিক প্রীতি ছিল; এই প্রীতির হেতু বোধ হয় এইরূপ:—প্রথমতঃ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমের নাম। জীবের চিত্তে কৃষ্ণ-স্মৃতি জাগাইয়া দিয়া জীব উদ্ধার করিবার নিমিত্তই প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ এবং কৃষ্ণস্মৃতি জাগাইয়া দিবেন বলিয়াই কেশব-ভারতীও প্রভুর নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাখিয়াছেন। সুতরাং এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামের সঙ্গে, জীবের প্রতি প্রভুর অপার করুণার স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরাধার ভাবে স্বীয় মাধুর্য্য-আস্বাদন করাই প্রভুর নবদ্বীপ-লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; এই উদ্দেশ্যেই, রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধা এই উভয়ে মিলিত হইয়া গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু প্রভু যে রসরাজ-মহাভাব, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপেই (সন্ন্যাসাশ্রমে, রায়-রামানন্দের নিকটে) তিনি নিজ মুখে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপেই তিনি (নীলাচলে, গম্ভীরায়) ব্রজরস নিজে আস্বাদন করিয়া সাধক-জীবগণকেও তাহা আস্বাদনের উপায় জানাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার

মোর এই ইচ্ছা, যদি তোমার কৃপা হয়।
এই নিবেদন মোর কর দয়াময় ॥ ৩৪
এই নীচদেহ মোর পড়ে তোমার আগে।
এই বাঞ্ছাসিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে ॥ ৩৫
প্রভু কহে—হরিদাস! যে তুমি মাগিবে।
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে ॥ ৩৬
কিন্তু আমার যে কিছু সুখ, সব তোমা লঞা।
তোমার যোগ্য নহে—যাও আমারে ছাড়িয়া ॥৩৭
চরণে ধরি কহে হরিদাস—না করিহ মায়া।
অবশ্য মো-অধমে প্রভু! করিবে এই দয়া ॥ ৩৮
মোর শিরোমণি যেই মহা মহাশয়।
তোমার লীলার সহায় কোটিকোটি হয় ॥ ৩৯
আমাহেন এক কীট যদি মরি গেল।
এক পিপীলিকা মৈলে পৃথ্বীর কাহাঁ হানি হৈল ॥৪০
ভক্তবৎসল প্রভু! তুমি, মুঞি ভক্তাভাস।
অবশ্য পূরাবে প্রভু! মোর এই আশ ॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামের সঙ্গে, প্রভুর করুণার, রসরাজ-মহাভাব-স্বরূপের এবং প্রভুর আনুগত্যে ব্রজরস আস্বাদনের কথা বিজড়িত রহিয়াছে। বিশেষতঃ, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আনুগত্যে ব্রজরস-আস্বাদন বোধ হয় হরিদাস-ঠাকুরেরও অভীষ্ট বস্তু ছিল; তাই এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামেই তাঁহার অধিক প্রীতি ছিল। এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামের স্মৃতিতে নবদ্বীপ-লীলা ও ব্রজ-লীলা যুগপৎ তাঁহার চিত্তে স্ফুরিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলিয়াই বোধ হয় হরিদাস এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দেহরক্ষার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

৩৫। **তোমার আগে**—তোমার (প্রভুর) সাক্ষাতে। **তোমাতেই লাগে**—তোমার কৃপা হইলেই সম্ভব হইতে পারে।

৩৬। এই পয়ারে, প্রভু ভঙ্গীতে হরিদাসের প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন।

৩৭। **যে কিছু সুখ**—হরিনাম-শ্রবণ এবং জীবের মধ্যে হরিনাম-প্রচার-জনিত যে সুখ। **তোমার যোগ্য নহে** ইত্যাদি—আমাকে ছাড়িয়া তুমি আগে চলিয়া যাইবে; হরিদাস! ইহা তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় না।

৩৮। **না করিহ মায়া**—ছলনা করিও না। তোমার পার্ষদগণের মধ্যে আমা অপেক্ষা কোটী-গুণে শ্রেষ্ঠ, কত অসংখ্য লোক আছেন, যাঁহাদের সঙ্গ-প্রভাবে তুমি অপার আনন্দ উপভোগ করিতে পার; এই অবস্থায় আমা-হেন জীবাধমের প্রতি "তোমার যোগ্য নহে—যাও আমাকে ছাড়িয়া"—এই রূপ বলা, প্রভু তোমার ছলনা বলিয়াই মনে হয়"—ইহাই বোধ হয় হরিদাসের উক্তির ধ্বনি।

এই দয়া—আমার মনোবাসনা-পূরণরূপ দয়া।

৩৯। **মোর শিরোমণি**—আমার মাথার মণিতুল্য; আমা অপেক্ষা কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ। **মহাশয়**—মহানুভব; মহান্ত।

৪০। **কীট**—হরিদাসঠাকুর, গৌরের পার্ষদগণের তুলনায় নিজেকে কীটতুল্য নগণ্য মনে করিতেছেন। **পিপীলিকা**—পিঁপড়া। **পৃথ্বি**—পৃথিবী। **কাহাঁ**—কোথায়।

একটী পিপীলিকা মরিয়া গেলে পৃথিবীর যেমন কোনও হানি হয় না, তদ্রূপ, প্রভু, আমার মত ক্ষুদ্র জীবাধম চলিয়া গেলেও তোমার লীলার কোনও হানি হইবে না।

৪১। **ভক্তাভাস**—বাহিক আচরণ দেখিতে ভক্তের মত, কিন্তু বাস্তবিক ভক্তিশূন্য ব্যক্তিকেই ভক্তাভাস বলে। হরিদাস দৈন্যবশতঃ নিজেকে ভক্তাভাস বলিয়াছেন।

হরিদাস বলিলেন—"প্রভু! তুমি ভক্তবৎসল—ভক্তের প্রতি তোমার যথেষ্ট কৃপা আছে, তাই তুমি তোমার ভক্তের কোনও বাসনাই অপূর্ণ রাখ না। আমি ভক্ত নহি, ভক্তাভাস মাত্র; তথাপি আমার ভরসা আছে যে, তুমি অবশ্যই আমার এই বাসনা পূর্ণ করিবে।"

মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলুন আপনে।
ঈশ্বর দেখি আসি কালি দিবে দরশনে ॥ ৪২
তবে মহাপ্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন ॥ ৪৩
প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি সবভক্ত লঞা।
হরিদাসে দেখিতে আইলা বিলম্ব তেজিয়া ॥ ৪৪
হরিদাসের আগে আসি দিল দরশন।
হরিদাস বন্দিল প্রভু আর বৈষ্ণবচরণ ॥ ৪৫
প্রভু কহে—হরিদাস ! কহ সমাচার।
হরিদাস কহে—প্রভু ! যে কৃপা তোমার ॥ ৪৬
অঙ্গনে আরম্ভিল প্রভু মহা সঙ্কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাহাঁ করেন নর্ত্তন ॥ ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হরিদাস ঠাকুর নিজেকে ভক্তাভাস বলিয়াও, প্রভুর ভক্তবৎসলতাগুণের উপর নির্ভর করিয়া নিজের প্রার্থনা পূরণের আশা কিরূপে করিতেছেন ? নিজেকে যদি তিনি ভক্ত বলিয়া মনে করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভক্তবৎসল প্রভুর কৃপা আশা করিতে পারিতেন ; কিন্তু তিনি যে নিজেকে ভক্তাভাস মনে করিতেন ? তবে কি মুখে ভক্তাভাস বলিয়াও মনে মনে নিজের সম্বন্ধে ভক্ত-অভিমানই তাঁহার ছিল ? না, তাহা নহে ; হরিদাস ঠাকুরের পক্ষে এইরূপ মনে-মুখে দুইরকম ভাব সম্ভব নহে। তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য বোধ হয় এই :—"প্রভু, যে তোমার নাম গ্রহণ করে, তাহার প্রতি তোমার যথেষ্ট কৃপা আছে ; কিন্তু যে তোমার নাম গ্রহণ করে না—নামাভাস মাত্র গ্রহণ করে, তাহার প্রতিও তোমার কৃপা আছে। যে তোমার নাম করে, সে তোমার ভক্ত ; আর যে তোমার নাম করে না, নামাভাস মাত্র করে, তাহাকে ভক্তাভাসই বলা যায়। দেখিতে পাই, তোমার ভক্তবৎসলতাগুণ ভক্তের উপর তো ক্রিয়া করেই, ভক্তাভাসের উপরেও ক্রিয়া করিয়া থাকে—অজামিলই তাহার সাক্ষী। তাই প্রভু, ভক্তাভাস হইলেও আমার ভরসা আছে যে, তোমার ভক্তবৎসলতাগুণ আমার উপরেও ক্রিয়া করিবে, আমার বাসনাও পূর্ণ করিবে।"

৪২। **মধ্যাহ্ন করিতে** ইত্যাদি—হরিদাস সর্ব্বশেষে বলিলেন,—"প্রভু, বেলা অনেক হইয়াছে ; তুমি এখন মধ্যাহ্ন করিতে যাও ; কল্য প্রাতঃকালে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করার পরে, একবার এ স্থলে পদার্পণপূর্ব্বক এই অধমকে দর্শন দিবে, ইহাই প্রার্থনা।" আগামী দিনই হরিদাস দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, ইহাও ভঙ্গীতে প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন।

কোনও কোনও গ্রন্থে "চলুন" স্থলে "চলেন" এবং "চলিলা" পাঠান্তর আছে ; চলেন বা চলিলা অর্থ—চলিতে (যাইতে) উদ্যত হইলেন। এরূপ স্থলে সমস্ত পয়ারটীই গ্রন্থকারের উক্তি হইবে, হরিদাসের উক্তি হইবে না। পয়ারের অর্থ হইবে এইরূপ :—"জগন্নাথ-দর্শনের পরে হরিদাসকে দর্শন দিবেন, ইহা বলিয়া প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে যাওয়ার নিমিত্ত উদ্যত হইলেন।" এইরূপ অর্থ না করিলে পরবর্ত্তী পয়ারের সঙ্গে সঙ্গতি থাকে না।

৪৩। **তবে**—(পূর্ব্ব-পয়ারে "চলুন" পাঠ স্থলে) হরিদাসের কথা শুনিয়া ; অথবা (পূর্ব্ব-পয়ারে "চলেন" বা "চলিলা" পাঠে), মধ্যাহ্ন করিতে যাওয়ার নিমিত্ত উদ্যত হওয়ার পরে। **তাঁরে**—হরিদাসকে।

৪৪। **ঈশ্বর দেখি**—জগন্নাথ দর্শন করিয়া। **বিলম্ব তেজিয়া**—জগন্নাথ দর্শনের পরে বিলম্ব না করিয়া ; তাড়াতাড়ি।

৪৫। **প্রভু আর বৈষ্ণবচরণ**—প্রভুর চরণ এবং বৈষ্ণবগণের চরণ।

৪৬। **কহ সমাচার**—সংবাদ কি বল। এই কথার ধ্বনি এই—"হরিদাস ! গতকল্য যাহা বলিয়াছিলে, তাহার সংবাদ কি ? সেই অভিপ্রায় ঠিক আছে তো ?" **যে কৃপা তোমার**—প্রভুর কথার উত্তরে হরিদাস বলিলেন—"প্রভু, আমি প্রস্তুতই আছি ; এখন, আমার প্রার্থনানুরূপ তোমার কৃপা হইলেই কৃতার্থ হইব।"

প্রভু ও হরিদাসের মধ্যে ঠারে ঠোরে যে কথা হইল, তাহা বোধ হয় অপর কেহই বুঝিতে পারেন নাই ; কারণ, পূর্ব্ব-দিনের কথাবার্ত্তার বিবরণ অপর কেহ জানিতেন না। হরিদাসের সঙ্কল্পের কথা শুনিলে কীর্ত্তনে কাহারও উৎসাহ এবং আনন্দ থাকিবে না মনে করিয়া প্রভুও বোধ হয় তাহা আর কাহারও নিকটে প্রকাশ করেন নাই।

স্বরূপগোসাঞি-আদি যত প্রভুর গণ।
হরিদাসে বেঢ়ি করে নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৪৮
রামানন্দ সার্ব্বভৌম এ-সভার অগ্রেতে।
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে ॥ ৪৯
হরিদাসের গুণ কহিতে প্রভু হৈলা পঞ্চমুখ।
কহিতে কহিতে প্রভুর বাঢ়ে মহাসুখ ॥ ৫০
হরিদাসের গুণে সভার বিস্মিত হৈল মন।
সব ভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ ॥ ৫১
হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল।
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল ॥ ৫২
স্বহৃদয়ে আনি ধরিল প্রভুর চরণ।
সবভক্তের পদরেণু মস্তকে ভূষণ ॥ ৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৮। **হরিদাসে বেঢ়ি**—হরিদাসের চারিদিকে ঘুরিয়া।

৫০। **পঞ্চমুখ**—পাঁচটা মুখ যাহার। অল্প সময়ের মধ্যে হরিদাসের গুণ-সম্বন্ধে প্রভু এত কথা বলিয়া ফেলিলেন যে, পাঁচজনে পাঁচমুখে একসঙ্গে বলিলেও বুঝি তত কথা বলা সম্ভব হয় না। বাস্তবিকই যে প্রভুর তখন পাঁচটা মুখ হইয়াছিল, তাহা নহে—হরিদাসের গুণ-বর্ণনে তিনি এক মুখেই পাঁচ মুখের কাজ করিয়াছিলেন।

৫১। **বিস্মিত**—আশ্চর্য্যান্বিত; হরিদাসের গুণ-সম্বন্ধে প্রভুর মুখে তাঁহারা এমন সব কথা শুনিলেন, যাহা পূর্ব্বে কখনও শুনেন নাই, সম্ভবতঃ শুনিবেন বলিয়া আশাও করেন নাই; তাই তাঁহাদের বিস্ময় জন্মিয়াছিল। কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারের পরে এইরূপ একটী অতিরিক্ত পয়ার দৃষ্ট হয়ঃ—"প্রেমানন্দে ভক্তগণ করে আলিঙ্গন। হরিবোল হরিবোল বোলে আনন্দিত মন ॥"

৫২। **নিজাগ্রেতে**—নিজের সম্মুখভাগে। **নেত্র**—নয়ন, চক্ষু। **ভৃঙ্গ**—ভ্রমর। হরিদাস-ঠাকুর, নিজের সম্মুখভাগে প্রভুকে বসাইলেন; তারপর নিজের চক্ষুরূপ ভ্রমর-দুইটীকে প্রভুর বদনরূপ পদ্মে নিয়োজিত করিলেন। পদ্মের মধুপান করিয়া ভ্রমর যেরূপ আনন্দ পায়, প্রভুর বদনের শোভা দর্শন করিয়াও হরিদাসের নয়নদ্বয় তদ্রূপ, সম্ভবতঃ ততোধিক, আনন্দ অনুভব করিতেছিল। হরিদাস পলকহীন দৃষ্টিতে প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

৫৩। **স্বহৃদয়ে**—হরিদাসের নিজের হৃদয়ে। হরিদাস সমস্ত ভক্তের পদরেণু গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন এবং প্রভুর চরণদ্বয় নিজের বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন। **পদরেণু**—পূর্ব্বে ৫১ পয়ারে বলা হইয়াছে "সব ভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ।" যাঁহারা হরিদাসের গুণে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চরণ বন্দন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যে তাঁহাদের চরণ হইতে, হরিদাসের নিজ হাতে তাঁহাদের পদরজ গ্রহণ করিতে অনুমোদন করিবেন, ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। সকলেই অঙ্গনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্ত্তন করিতেছিলেন; অঙ্গনে তাঁহাদের পদরজ পতিত হইয়াছিল; হরিদাস সম্ভবতঃ অঙ্গন হইতেই সকলের পদরেণু গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন।

মস্তকে ভূষণ—ভূষণ-স্বরূপে মস্তকে ধারণ করিলেন। **ভূষণ**—অলঙ্কার। যাঁহারা অলঙ্কার ভালবাসেন, অলঙ্কার ধারণ করিলে তাঁহাদের যেরূপ আনন্দ হয়, বৈষ্ণবগণের পদরেণু মস্তকে ধারণ করিয়াও হরিদাসের সেইরূপ আনন্দ হইয়াছিল। অলঙ্কার যেমন যত্ন করিয়াই লোকে দেহে রক্ষা করে, কখনও ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা করে না; তদ্রূপ হরিদাসও অত্যন্ত আগ্রহের সহিতই ভক্তদের পদরেণু মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, এবং ঐ রেণু তাঁহার মস্তক হইতে পড়িয়া যাউক, এইরূপ ইচ্ছা তাঁহার কখনও ছিল না। বৈষ্ণবের পদরেণুর মাহাত্ম্য অনেক। "ভক্ত-পদধূলি আর ভক্তপদজল। ভক্ত-ভুক্ত-অবশেষ—এই তিন সাধনের বল ॥ ৩।১৬।৫৫ ॥ "রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্ বা। ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥—শ্রীমদ্‌ভাগবত ৫।১২।১২ ॥ "এই প্রকার পরমার্থজ্ঞান কেবল মাত্র মহাপুরুষদিগের পদধূলির অভিষেকের দ্বারাই পাওয়া যাইতে পারে; তদ্ব্যতীত, তপস্যা বা বৈদিক-কর্ম্ম, কিংবা অন্নাদি-সংবিভাগ, অথবা গৃহস্থ-ধর্ম্মার্থ পরোপকার, কিংবা বেদাভ্যাস, অথবা জল, অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসনা—ইহাদের কোনওটীতেই পাওয়া যায় না।" তাই শ্রীল নরোত্তমদাসঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নান-কেলি।"

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-শব্দ বোলে বারবার।
প্রভু-মুখ-মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার॥ ৫৪
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ কৈল উৎক্রমণ॥ ৫৫
মহাযোগেশ্বর প্রায় দেখি স্বচ্ছন্দে মরণ।
ভীষ্মের নির্যাণ সভার হইল স্মরণ॥ ৫৬
'হরি-কৃষ্ণ'-শব্দে সভে করে কোলাহল।
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হইল বিহ্বল॥ ৫৭
হরিদাসের তনু (প্রভু) কোলে লৈল উঠাইয়া।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা॥ ৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৪। **প্রভু-মুখ-মাধুরী**—প্রভুর মুখের মাধুর্য্য। **পিয়ে**—পান করে, নয়ন-দ্বারা। **নেত্রে জলধার**—চক্ষুতে জলের প্রবাহ; প্রেমভরে হরিদাসের অশ্রু-নামক সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইয়াছে।

যে নামাইয়া আনে, তাহাকেই নাম বলে। নময়তি ইতি নাম। নামসঙ্কীর্ত্তনই ছিল হরিদাসঠাকুরের জীবনের ব্রত। সেই নাম আজ নামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে তাঁহার নিকটে নামাইয়া আনিয়া নিজের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিলেন। শ্রীল হরিদাসও সমস্ত জীবন নামকীর্ত্তন করিয়া আজ শেষ সময়ে মূর্ত্তনাম-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে প্রাপ্ত হইলেন, নাম-নামীর অভিন্নতা জগৎকে দেখাইয়া গেলেন।

৫৫। **নামের সহিতে**—নাম উচ্চারণ করিতে করিতে। **কৈল উৎক্রমণ**—বহির্গমন করিল; বাহির হইয়া গেল।

৫৬। **মহাযোগেশ্বর প্রায়**—যোগমার্গে যাঁহারা বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজের ইচ্ছানুসারে প্রাণ ত্যাগ করিতে পারেন। হরিদাস-ঠাকুরও নিজের ইচ্ছানুসারেই প্রাণ ত্যাগ করিলেন; এজন্য তাঁহাকে মহাযোগেশ্বরের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। **স্বচ্ছন্দে মরণ**—নিজের ইচ্ছামত মৃত্যু। **ভীষ্মের নির্য্যাণ**—ভীষ্মের দেহ-ত্যাগ। ভীষ্ম পরমযোগী ছিলেন; মৃত্যু তাঁহার ইচ্ছাধীন ছিল। উত্তরায়ণে প্রাণ ত্যাগ করিবার নিমিত্ত তাঁহার একান্ত অভিলাষ ছিল; সেইজন্য তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত শরশয্যায় শয়ান ছিলেন। উত্তরায়ণ উপস্থিত হইলে মন, প্রাণ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে নিয়োজিত করিয়া অপলক-দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের বদনচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে করিতে এবং মুখে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে তিনি দেহরক্ষা করিলেন। হরিদাসঠাকুরের অন্তর্দ্ধানও ঠিক তদ্রূপ। তাই হরিদাসের নির্য্যাণের সময়ে সকলেরই ভীষ্ম-নির্য্যাণের কথা মনে হইল।

৫৭। **প্রেমানন্দে** ইত্যাদি—হরিদাসের ভক্তি-মাহাত্ম্যের কথা স্মরণ করিয়া প্রভুর আনন্দ হইয়াছে। ইহাই বোধ হয় প্রভুর আনন্দের অন্তরঙ্গ হেতু। আর ভক্তভাবে প্রভু বোধ হয় ইহাও দেখাইলেন যে, ভক্তের দেহত্যাগে অপর ভক্তের পক্ষে দুঃখের কারণ কিছুই নাই, বরং আনন্দেরই হেতু আছে; কারণ, দেহত্যাগের পরেই ভক্ত অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে প্রবেশ করিবেন, ইহা আনন্দেরই বিষয়।

৫৮। **তনু**—দেহ। মুসলমান-সন্তান হইয়া হরিদাস হিন্দুর হরিনাম করেন বলিয়া যবন-কাজী তাঁহার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—বাইশটী বাজারে প্রকাশ্যস্থানে কশাঘাত করিয়া তাঁহার প্রাণ-বিনাশ করিতে হইবে। হরিদাস অম্লানবদনে কশাঘাত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রাণ নষ্ট হয় নাই—নামের কৃপায়। রামচন্দ্রখান সুন্দরী যুবতী বেশ্যা পাঠাইয়া হরিদাসের সংযম নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন; তাঁহার সংযম অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, বরং বেশ্যাটীই তাঁহার কৃপা পাইয়া পরবর্ত্তী কালে পরম-মহান্তী-রূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন—এ-সমস্তও নামের কৃপায়। বস্তুতঃ হরিদাসঠাকুর—তাঁহার দেহ—ছিলেন যেন নাম-মাহাত্ম্যের মূর্ত্ত-বিগ্রহ। আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং মূর্ত্ত-নাম। আজ স্বয়ং নামই যেন নাম-মাহাত্ম্যকে কোলে লইয়া নৃত্য করিতেছেন, মাহাত্ম্যের মহিমায় নামের যেন আনন্দসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রভুর আবেশে আবেশ সর্ব্বভক্তগণে।
প্রেমাবেশে সভে নাচে করেন কীর্ত্তনে॥ ৫৯
এইমত নৃত্য প্রভু কৈল কথোক্ষণ।
স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে করাইল সাবধান॥ ৬০
হরিদাসঠাকুরে তবে বিমানে চঢ়াইয়া।
সমুদ্রে লইয়া গেলা তবে কীর্ত্তন করিয়া॥ ৬১
অগ্রে মহাপ্রভু চলিলা নৃত্য করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণসাথে॥ ৬২
হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইল।
প্রভু কহে—সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈল॥ ৬৩
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদচন্দন॥ ৬৪
ডোর কড়ার প্রসাদ বস্ত্র অঙ্গে দিল।
বালুকায় গর্ত্ত করি তাহাঁ শোয়াইল॥ ৬৫
চারিদিগে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বরপণ্ডিত করেন আনন্দে নর্ত্তন॥ ৬৬
'হরি বোল হরি বোল' বোলে গৌররায়।
আপন শ্রীহস্তে বালু দিল তার গায়॥ ৬৭
তাঁরে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বান্ধাইল।
চৌদিগে পিণ্ডার মহা আবরণ কৈল॥ ৬৮
তাঁহা বেঢ়ি প্রভু করে কীর্ত্তন নর্ত্তন।
হরিধ্বনি-কোলাহলে ভরিল ভুবন॥ ৬৯
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ-সঙ্গে।
সমুদ্রে করিলা স্নান জলকেলি রঙ্গে॥ ৭০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৯। প্রভুর প্রেমাবেশ সমস্ত ভক্তগণের মধ্যে সংক্রামিত হইল; তাই সকলেই প্রেমাবেশে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

৬০। **করাইল সাবধান**—সান্ত্বনা করিলেন; প্রেমাবেশে নৃত্য-কীর্ত্তন বন্ধ করাইলেন। অথবা, হরিদাসের দেহ সমাধিস্থ-করণ-বিষয়ে সতর্ক করাইলেন। কোনও কোনও গ্রন্থে "কৈল নিবেদন" পাঠ আছে; অর্থ—নৃত্যকীর্ত্তন বন্ধ করিয়া হরিদাসের দেহ-সৎকারের উদ্যোগ করিবার কথা নিবেদন করিলেন।

৬১। **বিমান**—রথ, হরিদাস-ঠাকুরের দেহ সমুদ্রতীরে নেওয়ার নিমিত্ত তৎকালে প্রস্তুত বাহন-বিশেষ। **কীর্ত্তন করিয়া**—কীর্ত্তন করিতে করিতে।

৬২। **অগ্রে**—সকলের সম্মুখ-ভাগে।

৬৩। **মহাতীর্থ**—মহাপবিত্রতীর্থ; হরিদাস-ঠাকুরের গাত্রস্পৃষ্ট জলসংযোগে সমুদ্র নিজে পবিত্র হইল এবং অপরকেও পবিত্র করার শক্তি প্রাপ্ত হইল। মহাপুরুষগণ "তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা—মহাপুরুষগণের অন্তঃকরণে ভগবান্ আছেন বলিয়া, তাঁহাদের স্পর্শে তীর্থেরও পবিত্রতা সাধিত হয়; শ্রীমদ্ভাগবত ১।১৩।৯।" সমুদ্র পূর্ব্বে তীর্থ ছিল; এবার মহাতীর্থ হইল। ইহা প্রভুর মুখে হরিদাসের মহিমা-ব্যঞ্জক বাক্য।

৬৫। **ডোর**—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদী পট্টডোরী। **কড়ার**—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদী চন্দন। **প্রসাদ-বস্ত্র**—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদী কাপড়। **অঙ্গে দিল**—হরিদাসের অঙ্গে ধারণ করাইলেন। **তাহাঁ**—সেই বালুকা-গর্ত্তে। দাহ না করিয়া হরিদাসের দেহের সমাধি দেওয়া হইল। সিদ্ধ-ভক্তগণের দেহের সমাধি দেওয়াই নিয়ম।

৬৮। **উপরে পিণ্ডা বান্ধাইল**—হরিদাসের সমাধির উপরে বেদী বান্ধাইল। **চৌদিকে পিণ্ডার** ইত্যাদি—সমাধির উপরিস্থ বেদীর চারিদিকে উচ্চ দেওয়াল (বা বেড়া) তৈয়ার করা হইল।

৬৯। **তাঁহা বেঢ়ি**—বেদীর চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া। **হরিধ্বনি-কোলাহলে**—হরিধ্বনির শব্দজনিত কোলাহলে।

৭০। **সমুদ্রে করিয়া স্নান** ইত্যাদি—সমুদ্রে স্নান করিতে করিতে জলকেলি করিলেন।

হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি আইলা সিংহদ্বারে।
"হরিকীর্ত্তনকোলাহল সকল নগরে ॥ ৭১
সিংহদ্বারে আসি প্রভু পসারির ঠাঞি।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথাই—॥ ৭২
"হরিদাসঠাকুরের মহোৎসব-তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে' ভিক্ষা দেহ ত আমারে॥" ৭৩
শুনিয়া পসারি সব চাঙ্গড়া উঠাইয়া।
প্রসাদ দিল প্রভুকে আনন্দিত হৈয়া ॥ ৭৪
স্বরূপগোসাঞি পসারিরে নিষেধিল।
চাঙ্গড়া লইয়া পসারি পসারে বসিল ॥ ৭৫
স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে ঘরে পাঠাইল।
চারি বৈষ্ণব চারি পিছোড়া সঙ্গে রাখিল ॥ ৭৬
স্বরূপগোসাঞি কহিলেন সব পসারিরে—।
একেক দ্রব্যের একেক পুঞ্জা আনি দেহ মোরে ॥৭৭
এই মতে নানা প্রসাদ বোঝা বান্ধাইয়া।
লঞা আইল চারি জনের মস্তকে চঢ়াইয়া ॥ ৭৮
বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রসাদ আনিলা।
কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলা ॥ ৭৯
সব বৈষ্ণবেরে প্রভু বসাইলা সারি সারি।
আপনি পরিবেশে প্রভু লৈয়া জন চারি ॥ ৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭১। **সিংহদ্বারে**—জগন্নাথের সিংহদ্বারে। **সকল নগরে**—সমস্ত পুরীধামে।

৭২। **পসারির ঠাঞি**—প্রসাদ-বিক্রেতার নিকটে। প্রভু নিজে মহাপ্রসাদ যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন।

৭৩। **মহোৎসব-তরে**—তিরোধান-মহোৎসবের নিমিত্ত।

পিতার দেহাবসানে পুত্র যাহা করে, ভক্তবৎসল মহাপ্রভুও তাঁহার প্রিয়ভক্ত হরিদাস-সম্বন্ধে তাহাই করিলেন। পুত্রই সর্ব্বপ্রথমে পিতার দেহে (মুখাগ্নির উপলক্ষ্যে) অগ্নিসংযোগ করে; পুত্রই পিতার শ্রাদ্ধ (তিরোভাব-উৎসব) করিয়া থাকে। দরিদ্রপুত্র ভিক্ষা করিয়াও তাহা করে। প্রভুও নিজেই সর্ব্বপ্রথমে হরিদাসের দেহে বালু দিলেন (৩।১১।৬৭) এবং পরে প্রভুই হরিদাসের তিরোভাব-উৎসবের জন্য পসারিদের নিকটে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিলেন। বাস্তবিক, ভগবান্‌ই যেমন ভক্তের সমস্ত কিছু, তদ্রূপ ভক্তও ভগবানের সমস্ত কিছু—পিতা, মাতা, পুত্র আদি সব কিছুই। অগ্রদ্বীপের শ্রীগোপীনাথ স্বহস্তে তাঁহার সেবক গোবিন্দঘোষের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। পরম করুণ ভগবানের ভক্তবাৎসল্যের তুলনা কেবল তাঁহার ভক্তবাৎসল্যই।

ব্যবহারিক জগতে যবনাদি কুলে যাহার জন্ম, ব্রাহ্মণের কথা তো দূরে, কোনও হিন্দুই তাহার শবদেহ স্পর্শ করে না। প্রভুর আবির্ভাব ব্রাহ্মণকুলে; তাতে আবার তিনি সন্ন্যাসাশ্রম অঙ্গীকার করিয়াছেন; তথাপি তিনি হরিদাসের নির্য্যাণের পরে তাঁহার দেহ কোলে লইয়া নৃত্য করিয়াছেন, স্বহস্তে তাঁহার দেহে বালু দিলেন, তাঁহার বিরহ-মহোৎসবের জন্য প্রভু নিজে ভিক্ষা করিলেন, বিরহ-উৎসবদ্বারা তাঁহার শ্রাদ্ধকৃত্য করিলেন। প্রভু দেখাইলেন—ভক্ত ব্যবহারিক জাতিকুলের অতীত, ভক্ত যে কুলেই জন্ম গ্রহণ করুন না কেন, তাঁহার দেহ পরম পবিত্র, পরম পাবন, তীর্থকেও মহাতীর্থে পরিণত করিতে সমর্থ।

৭৪। **চাঙ্গরা**—চেঙ্গাড়ি; প্রসাদ-পাত্র।

৭৫। **নিষেধিল**—প্রভুর নিকটে প্রসাদ দিলে প্রভু নিজেই বহন করিয়া লইয়া যাইবেন, তাতে ভক্তগণের প্রাণে কষ্ট হইবে; তাই প্রভুর নিকটে দিতে নিষেধ করিলেন। **পসার**—দোকান।

৭৬। **পিছোড়া**—লোক, প্রসাদ নেওয়ার নিমিত্ত। বোঝা বহন করিয়া পেছনে পেছনে যাওয়ার লোক।

৭৭। **পুঞ্জা**—স্তূপ; প্রত্যেক রকমের প্রসাদ কিছু কিছু দিতে বলিলেন।

৭৯। স্বরূপ-গোস্বামী যে প্রসাদ আনিলেন, তাহা ব্যতীত, বাণীনাথও স্বতন্ত্রভাবে অনেক প্রসাদ আনিলেন এবং কাশীমিশ্রও অনেক প্রসাদ পাঠাইলেন।

৮০। **জনা চারি**—চারিজন পরিবেশক।

মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প নাহি আইসে।
একেক পাতে পঞ্চজনার ভক্ষ্য পরিবেশে ॥ ৮১
স্বরূপ কহে—প্রভু! বসি কর দরশন।
আমি ইঁহাসভা লঞা করি পরিবেশন ॥ ৮২
স্বরূপ জগদানন্দ কাশীশ্বর শঙ্কর।
চারিজন পরিবেশন করে নিরন্তর ॥ ৮৩
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
প্রভুকে সে দিন কাশীমিশ্রের নিমন্ত্রণ ॥ ৮৪
আপনে কাশীমিশ্র আইলা প্রসাদ লইয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা করাইল আগ্রহ করিয়া ॥ ৮৫
পুরী-ভারতীর সঙ্গে প্রভু ভিক্ষা কৈল।
সকল বৈষ্ণব তবে ভোজন করিল ॥ ৮৬
আকণ্ঠ পূরিয়া সভায় করাইল ভোজন।
'দেহ দেহ' বলি প্রভু বোলেন বচন ॥ ৮৭
ভোজন করিয়া সভে কৈল আচমন।
সভারে পরাইল প্রভু মাল্য-চন্দন ॥ ৮৮
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু করে বরদান।
শুনি ভক্তগণের জুড়ায় মন-কাণ ॥ ৮৯
"হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যেই তাহাঁ নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন ॥ ৯০
যে তাঁরে বালুকা দিতে করিল গমন।
তাঁর মহোৎসবে যেই করিল ভোজন ॥ ৯১
অচিরে হইবে তা-সভার কৃষ্ণ-প্রাপ্তি।
হরিদাস-দরশনে ঐছে হয় শক্তি ॥" ৯২
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গভঙ্গ ॥ ৯৩
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তারে নারিল রাখিতে ॥ ৯৪
ইচ্ছামাত্রে কৈল নিজপ্রাণ নিষ্ক্রামণ।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ ॥ ৯৫
হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি।
তাঁহা বিনু রত্নশূন্য হইলা মেদিনী ॥ ৯৬
"জয় হরিদাস" বলি কর জয়ধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি ॥ ৯৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮১। **অল্প নাহি আইসে**—অল্প প্রসাদ দিতে পারেন না। **পঞ্চজনার ভক্ষ্য**—পাঁচজনে খাইতে পারে, এত প্রসাদ।

৮৭। **দেহ দেহ**—ভক্তগণকে আরও প্রসাদ দেও।

৮৯। **বর দান**—প্রভু যে বর দিলেন, তাহা পরবর্ত্তী তিন পয়ারে উক্ত হইয়াছে।

৯০। **বিজয়োৎসব**—গমনোৎসব; তিরোধান-মহোৎসব। অথবা, নির্য্যাণরূপ উৎসব।

প্রভুর বরটী এই :—যিনি হরিদাসের বিজয়োৎসব দর্শন করিয়াছেন, যিনি এই উৎসবে নৃত্য করিয়াছেন, যিনি কীর্ত্তন করিয়াছেন, যিনি হরিদাসকে বালুকা দিতে গিয়াছেন এবং যিনি মহোৎসবে ভোজন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই অবিলম্বে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইবে। ইহাই হরিদাসের দর্শন-মাহাত্ম্য। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯৩। "কৃপা করি কৃষ্ণ" ইত্যাদি চারি পয়ারও প্রভুর উক্তি। ভক্তসঙ্গ ভগবানেরও বাঞ্ছনীয়।

৯৫। **নিষ্ক্রামণ**—বাহির।

৯৬। **পৃথিবীর শিরোমণি**—পৃথিবীর (পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রীদেবীর) মস্তকের ভূষণস্থিতমণি। রাজারা বহুমূল্য মণি তাঁহাদের শিরোভূষণে ধারণ করিয়া যেমন গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় পরম-মহাভাগবতকে স্বীয় অঙ্কে ধারণ করিয়াও পৃথিবী নিজেকে ধন্য ও গর্ব্বিত মনে করিতেন। হরিদাসের আবির্ভাবে এই পৃথিবীর গৌরব ও মহিমা বর্দ্ধিত হইয়াছে। হরিদাসের পদরজঃ-স্পর্শে পৃথিবী ধন্যাও হইয়াছেন। **মেদিনী**—পৃথিবী।

সভে গায়—জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেই করিল প্রকাশ॥ ৯৮
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিল।
হর্ষ-বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিল॥ ৯৯
এই ত কহিল হরিদাসের বিজয়।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয়॥ ১০০
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈল ন্যাসি-শিরোমণি॥ ১০১
শেষকালে দিল তাঁরে দর্শন-স্পর্শন।
তাঁরে কোলে করি কৈল আপনে নর্ত্তন॥ ১০২
আপনে শ্রীহস্তে তাঁরে কৃপায় বালু দিল।
আপনে প্রসাদ মাগি মহোৎসব কৈল॥ ১০৩
মহাভাগবত হরিদাস পরমবিদ্বান্।
এ-সৌভাগ্য-লাগি আগে করিল পয়াণ॥ ১০৪
চৈতন্য-চরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু।
কর্ণ-মন তৃপ্ত করে যার একবিন্দু॥ ১০৫
ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত।
শ্রদ্ধা করি শুন তবে চৈতন্যচরিত॥ ১০৬
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১০৭

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে
শ্রীহরিদাসনির্যাণবর্ণনং নাম
একাদশপরিচ্ছেদঃ॥ ১১॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯৮। **নামের মহিমা**—হরিনামের মহিমা।

৯৯। **হর্ষ-বিষাদে**—আনন্দে ও দুঃখে। হরিদাসের মহিমা-স্মরণে আনন্দ এবং হরিদাসের সঙ্গহারা হওয়ায় দুঃখ।

১০০। **বিজয়**—তিরোধান।

১০১। **ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈল**—হরিদাস যেভাবে দেহ-ত্যাগ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গ-হারা হইয়া প্রভুর দুঃখ হইবে জানিয়াও প্রভু হরিদাসের প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহাকে সেই ভাবে দেহ-ত্যাগ করিতে দিলেন। **ন্যাসি-শিরোমণি**—সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; শ্রীমন্‌মহাপ্রভু।

হরিদাসের ন্যায় ভক্তের বিরহ ভক্তবৎসল প্রভুর পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ। আবার প্রভুর বিরহও প্রভুগতপ্রাণ হরিদাসের পক্ষে তদ্রূপই দুঃসহ; ইহা প্রভু জানিতেন। জানিয়াও প্রভু হরিদাসের প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন—প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বেই হরিদাসের নির্য্যাণ প্রভু অনুমোদন করিলেন। ভক্তচিত্ত-বিনোদনই ভক্তবৎসল ভগবানের একমাত্র ব্রত। "মদ্‌ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।" তাই স্বীয় দুঃখকে উপেক্ষা করিয়াও ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের দুঃখ দূর করিয়া থাকেন। হরিদাসের নির্য্যাণের পূর্ব্বেই যদি প্রভু লীলাসম্বরণ করেন, হরিদাসের অসহ্য দুঃখ হইবে; হরিদাসকে এই দুঃখ হইতে অব্যাহতি দেওয়ার নিমিত্তই প্রভু হরিদাসের প্রার্থনা অঙ্গীকার করিয়াছেন—হরিদাসের বিরহজনিত নিজের দুঃখকে উপেক্ষা করিয়াও। হরিদাসকে যে এই দুঃখভোগ করিতে হইল না—ইহা ভাবিয়াই বোধ হয় হরিদাসের নির্য্যাণেও প্রেমোন্মত্ত হইয়া প্রভু নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করিয়াছেন।

১০২। "শেষকালে" ইত্যাদি তিন পয়ারে হরিদাসের প্রতি প্রভুর ভক্ত-বাৎসল্যের পরিচয় দিতেছেন।

শেষকালে—তিরোধান-সময়ে।

১০৪। **পরম বিদ্বান্**—পরম কৃষ্ণভক্ত; "কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর। ২।৮।১৯৯॥" অথবা, গভীর-শাস্ত্র-জ্ঞান-সম্পন্ন; হরিদাস-ঠাকুর বেদাদিও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ-নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায়। **এ-সৌভাগ্য-লাগি**—প্রভুর দর্শন-স্পর্শন-লাভ, প্রভুর কোলে উঠিয়া নৃত্য-করা, প্রভুর শ্রীহস্তে বালুকা-প্রাপ্তি প্রভৃতিরূপ সৌভাগ্য লাভের নিমিত্ত। **আগে করিল প্রয়াণ**—প্রভুর লীলা-সম্বরণের পূর্ব্বেই নিজে অন্তর্দ্ধান করিলেন। **প্রয়াণ**—গমন, তিরোধান।

১০৬। **ভবসিন্ধু**—সংসার-সমুদ্র। **চিত্ত**—মন; বাসনা।